ছোটদের ইসলাম

এ. জেড. এম. শামসুল আলম

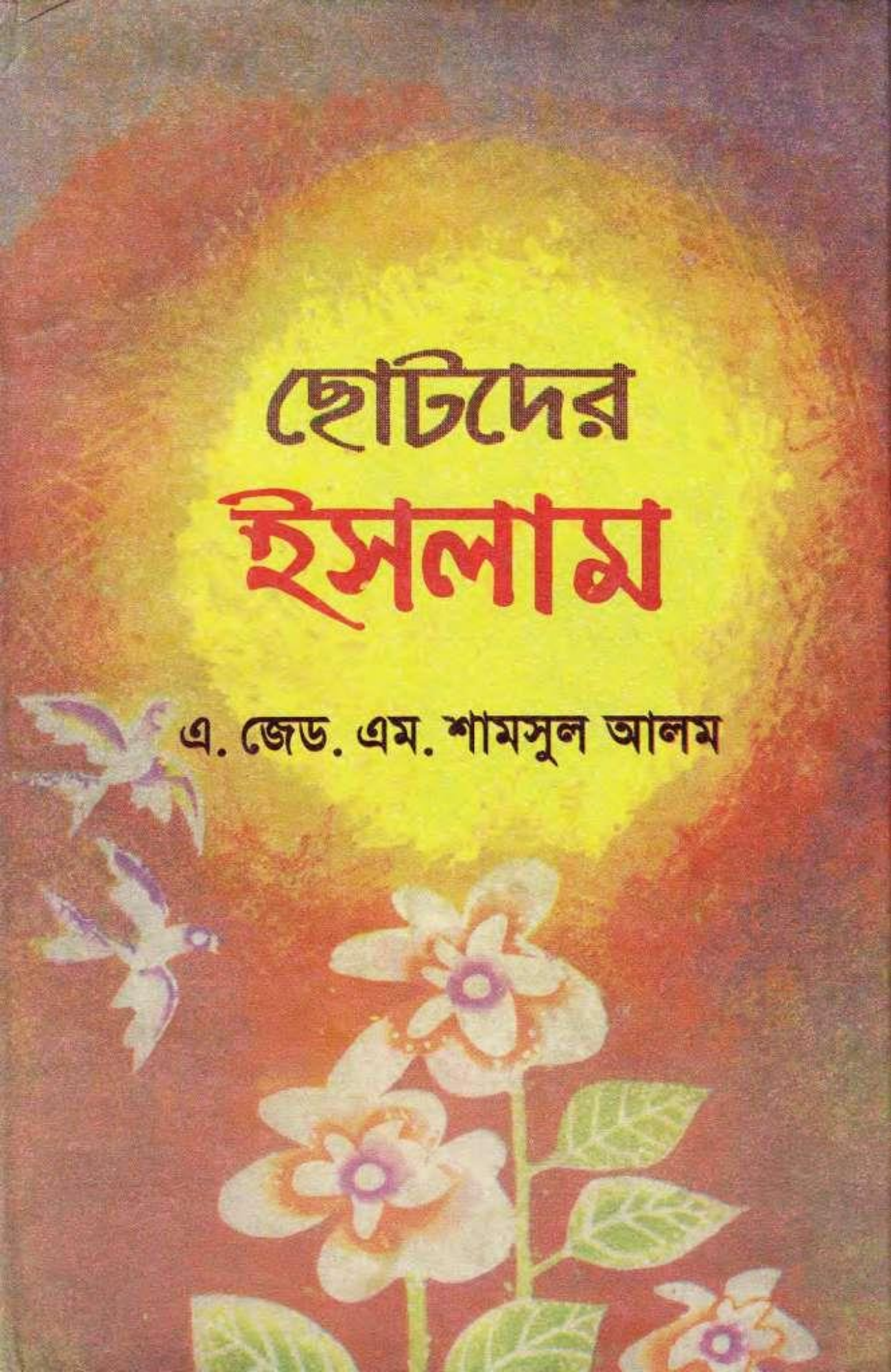

ছোটদের ইসলাম

এ.জেড.এম. শামসুল আলম

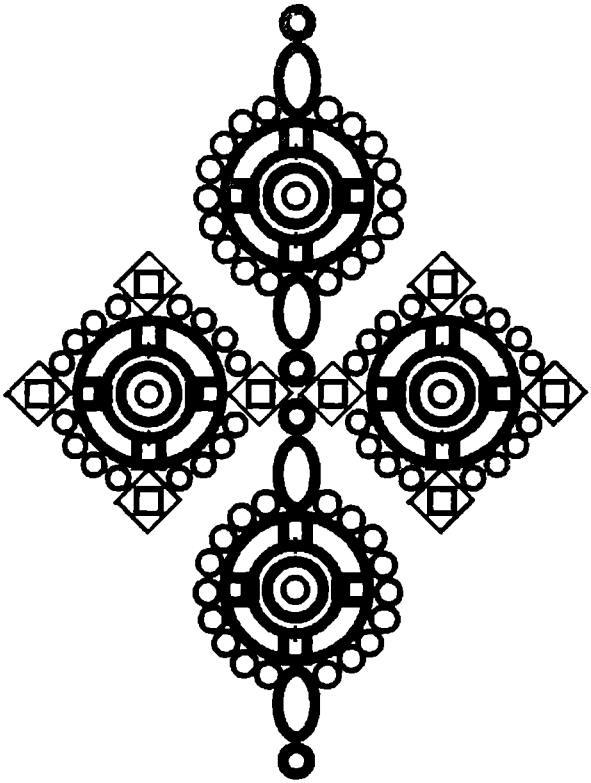

বাড পাবলিকেশন্স
১২/১৩, প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা—১১০০

www.pathagar.com

119
BPN

ছোটদের ইসলাম

এ.জেড.এম. শামসুল আলম

প্রকাশক

এ. বি. এম. সালেহ্ উদ্‌দীন

বাড পাবলিকেশন্স

১২/১৩, প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

©

লেখক

প্রকাশকাল

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ অমর একুশে বইমেলা-'৯৭

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

হাশেম খান

মুদ্রক

সালমানী মুদ্রণ

নয়াবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ ৩০ টাকা

CHOTODER ISLAM : Islam for Children
Written by **A.Z.M. Shamsul Alam** in Bengali
published by A.B.M. Saleh Uddin
Bud Publications
12/13, Pyaridas Road, Banglabazar, Dhaka-1100
Second Edition : February—'97

Price : Tk. 30; U.S. $ 2

ISBN 984 482 119 3

www.pathagar.com

ভূমিকা

আমার ছেলে-মেয়ে দু'টির মধ্যে সর্বপ্রথম আমি লক্ষ্য করি যে, তারা এটা কি, ওটা কি, এরূপ অসংখ্য প্রশ্ন করতো। তাদের হাজার প্রশ্নের জবাব দিতে আমি অনেকটা ক্লান্ত হয়ে যেতাম।

দশ-বারো বা কাছাকাছি কম বয়সের পর হতে দেখি তাদের এটা কি, ওটা কি জাতীয় প্রশ্ন কিছু কমেছে। কিন্তু এটা কেন, ওটা কেন জাতীয় প্রশ্ন শুরু হয়েছে।

আল্লাহ্‌কে কেন মানবো ? নামাজ কেন পড়বো ? আল্লাহ্‌র কথা কেন শুনবো? রোজা কেন রাখবো ? না পড়লে কেন চলবে না? বিকালবেলা খেলার সময় কেন আসর নামায পড়বো ? সকালবেলা কেন ঘুম থেকে উঠবো ? আরও একটু ঘুমালে কেন দোষ হবে ? এরূপ হাজার প্রশ্ন। কোনো হুকুম দিলে পাল্টা প্রশ্ন-কেন ? সবগুলোর জবাব আমার জানা নেই।

ছোটদের জবাব জানা না থাকার ফলে আমরা বড়রা ছোটদের ধমক দিয়ে থামিয়ে দেই। 'কি' এবং 'কেন' মানব সন্তানের চিরন্তন জিজ্ঞাসা। এসব জিজ্ঞাসার যুক্তিসঙ্গত জবাব জানা থাকলে ভালো।

ছোটদেরকে বোঝানোর সময় লক্ষ্য করছি, সুদীর্ঘ ব্যাখ্যা তারা শুনতে চায় না। বহু যুক্তি-তর্ক দিতে গেলে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। 'কেন'-এর সাথে সাথে দু'একটি জবাব দিতে পারলেই তাদেরকে অনেকখানি সন্তুষ্ট করা যায়।

আমার বন্ধুপত্নীদের অনেকেই তাদের সন্তানদের সঙ্গে ইসলাম সম্বন্ধে কথা বলতে আমাকে অনুরোধ করেন এবং সন্তানদের প্রশ্নের জবাব দিতে বলেন।

ইসলামের কতকগুলি প্রাথমিক বিষয়ে আমার ছেলে-মেয়ে ও বন্ধুজনের সন্তানদেরকে যেভাবে আমি বোঝাতে চেষ্টা করেছি, তাই আমি এই পুস্তিকাতে সন্নিবেশিত করে দিলাম। এই পুস্তিকাটি অন্যদেরও কিছু কাজে আসতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। এ পুস্তিকার প্রায় সবগুলো লেখাই মরহুম নুরুল ইসলাম শামস-এর নির্দেশে স্কাউট প্রশিক্ষণ পুস্তকের ধর্মশিক্ষা অধ্যায়ে প্রকাশিত হয়।

ইতিপূর্বে প্রকাশিত বাংলা বর্ণ পরিচয়, ইংলিশ হরফ, ছোটদের মহানবী (সাঃ)– এই তিনটি শিশু-কিশোর উপযোগী পুস্তকের চাহিদা দেখে এই পুস্তিকাটিলিখে দিতে আমি কিছুটা উৎসাহ বোধ করেছি। আগের তিনটি পুস্তকের ন্যায় এ পুস্তিকাটিও সমাদৃত হলে আমার শ্রম সার্থক হবে, আশা করি।

এ.জেড. এম. শামসুল আলম

www.pathagar.com

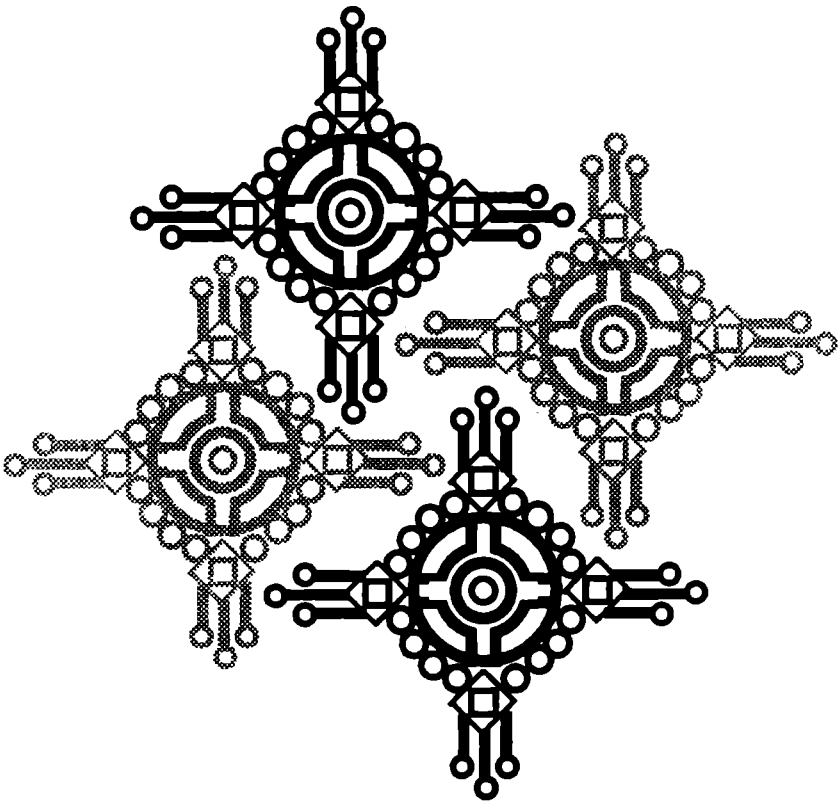

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

- ❒ আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর সত্তা
- ❒ ঈমান ও তার মৌলিক উপাদান
- ❒ ছোটদের মহানবী
- ❒ আফগান তালেবান

www.pathagar.com

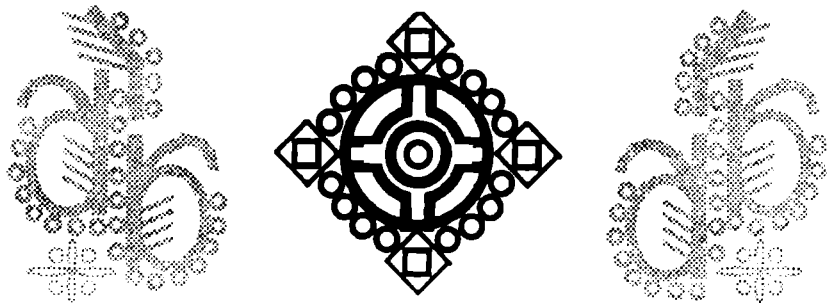

বিষয়সূচী

ইসলাম ০৭
০৯ ঈমান
কালেমা তাইয়েবা ১১
১২ কালেমা শাহাদত
ইবাদত ১৪
১৬ নামায
নামাযের সময় ১৮
১৮ ফজর
যোহর ২০
২১ আসর
মাগরিব ২৩
২৪ এশা
জুম'আ ২৬
২৭ ঈদের নামায
জানাযার নামায ২৯
৩০ আকিকা
রোযা ৩১
৩৩ যাকাত
হজ্ব ও কুরবানী ৩৪
৪১ ঈদ-ই মিলাদুন্নবী
শব-ই মিরাজ ৪২
৪৩ আখেরী চাহার শুম্বা
শব-ই কদর ৪৪
৪৫ জুমাআ'তুল বিদা
শব-ই বরাত ৪৫
৪৬ আশুরা
ফাতেহা-ই ইয়াজদাহম ৪৮

www.pathagar.com

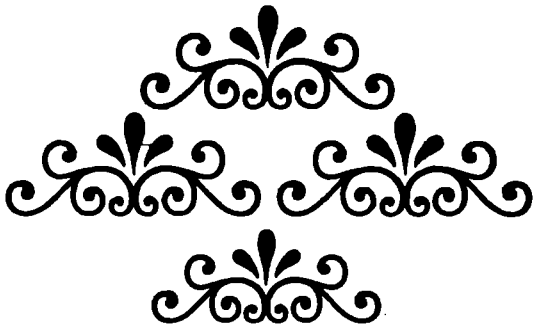

ইসলাম

ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পণ। আর আত্মসমর্পণের ফল হলো শান্তি। যেভাবে চললে জীবনে শান্তি আসে, জীবন সুখময় হয়, সে পথ নির্দেশনা দিয়েছেন আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)। তিনি অবশ্য নিজের মনগড়া কিছু বলেননি। তিনি আল্লাহ্‌র বাণীই মানুষকে শুনিয়েছেন।

যে কারিগর বা ইঞ্জিনিয়ার কোনো একটি যন্ত্র তৈরি করেন, তিনি জানেন যন্ত্রটি কিভাবে চলবে বা যন্ত্রের অংশগুলো কিভাবে রাখা হলে যন্ত্রটি ভালো থাকবে। ঘড়ি যিনি বানান, তিনি সবচেয়ে ভালো জানেন ঘড়ির কল-কব্জাগুলো কিভাবে চালাতে হয়, রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়।

আল্লাহ্‌ মানুষ বানিয়েছেন। তিনি সবচেয়ে ভালো জানেন, দুনিয়ায় কিভাবে চললে মানব জীবনে শান্তি আসবে।

www.pathagar.com

মানুষের সুখ ও শান্তির জন্য আল্লাহ্ আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ(সাঃ)-এর মাধ্যমে যে হুকুম এবং বিধান দিয়েছেন, তা আল-কুরআনে লেখা আছে। মানুষের ভালোর জন্য আল্লাহ্র দেয়া হুকুম না মানলে মানুষ এ জীবনে তো দুঃখ পাবেই, পরকালেও দুঃখ পাবে।

কোনো শিশু যদি মায়ের কথা না শোনে, যা খেতে মা নিষেধ করেন তা খায়, যে ভারী যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করতে মা নিষেধ করেন তা নিয়ে খেলা করে, আর লেখাপড়া না করে, তবে সে শিশু শুধু যে শিশুকালে হাত কাটবে, পা ভাঙবে, পরীক্ষায় ফেল করবে তা নয়, এর পরিণতিতে বড় হলেও কষ্ট পাবে, সারা জীবনই দুঃখ পাবে।

আল্লাহ্র হুকুম না মানলে মানব জীবনে কোনোদিন শান্তি আসে না। জীবনে সুখী হওয়ার জন্য পশ্চিমা দেশসমূহের লক্ষ লক্ষ মানুষ দিন-রাত ভূতের মতো পরিশ্রম করে। অনেক মাল-মাত্তা, ধন-দৌলত যোগাড় করে। কিন্তু তারা শান্তি পায় না।

অশান্তিতে ভুগতে ভুগতে ইউরোপ-আমেরিকায় বহু ধনীলোক শেষ পর্যন্ত এমন কাজ করে বসে, যা কোনো কোনো পশুও কোনোদিন করে না। সম্পদের পাহাড় গড়েও শান্তি না পেয়ে অনেকেই আত্মহত্যা করে জীবনলীলা শেষ করে। তবে আল্লাহ্কে মানলে, নবীর হুকুম পালন করলে, পাশ্চাত্য দেশবাসীর জীবন অতো দুঃখময় হতো না।

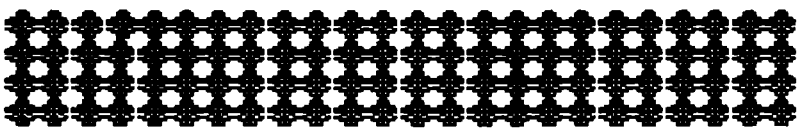

www.pathagar.com

ঈমান

মানব জীবনে সুখ ও শান্তি পেতে হলে দরকার কতগুলো সত্যে বিশ্বাস এবং কতকগুলো কাজ করা। জীবনে সুখ পেতে হলে বিশ্বাস কেন দরকার হবে ? দরকার আছে।

মা ও বাবা ছেলে-মেয়েকে আদর করেন। বাবা কতকিছু কিনে এনে দেন। প্রত্যেক ছেলে-মেয়ে বিশ্বাস করে যে, যাকে সে বাবা বলে ডাকে সে সত্যিই তার বাবা। যাকে মা বলে ডাকে সে অবশ্যই তার মা।

যদি কোনো শিশু তার মাকে মা বলে বিশ্বাস না করে, তবে কে তাকে আদর করবে ? কে তাকে খাওয়াবে ? কার কাছে সে ঘুমাবে ?

কোনো শিশু যদি নিজের বাবাকে বাবা বলে বিশ্বাস না করে, তবে হয়তো বাবার আদরও পাবে না, বাবার কাছ থেকে সুন্দর

www.pathagar.com

সুন্দর খেলনা, জামা-কাপড়, চকলেট কিছুই পাবে না। তার জীবন কিছুতেই সুখের হবে না।

বাড়ীতে যেসব আত্মীয়-স্বজন আসেন, তারা সম্পর্কে শিশুর কি হন তা বাবা-মা বলে দেন। কিন্তু কোনো শিশু যদি বলে, তিনি যে আমার মামা তা আমি জানি না এবং বিশ্বাসও করি না। তবে মামা-খালা, দাদা-দাদী, নানা-নানী কারও আদর শিশুর ভাগ্যে জুটবে না।

শুধু যে বাবা-মা, দাদা-দাদী, নানা-নানীকে নিজের আত্মীয় বলে বিশ্বাস করতে হয় তা নয়, যে আল্লাহ্ আমাদের সকলকে সৃষ্টি করেছেন এবং এই দুনিয়াতে মানুষের ভোগের জন্য এতো সুন্দর সুন্দর জিনিস সৃষ্টি করেছেন, তার উপরও বিশ্বাস রাখতে হয়। মাকে মা বলে বিশ্বাস না করলেও যেমন মা খাবার দিবেন, কিন্তু সন্তান নিজেই শান্তি পাবে না, তেমনি আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস না রাখলেও আল্লাহ্ জীবিত রাখবেন এবং জীবিকা দিবেন। কিন্তু জীবনে শান্তি পাওয়া যাবে না।

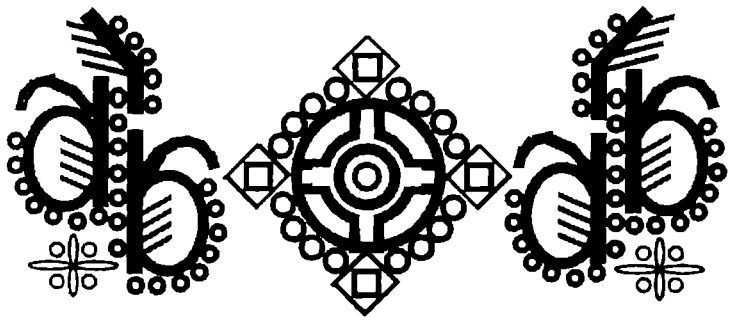

www.pathagar.com

কালেমা তাইয়েবা

এক আল্লাহ্ ও রাসূলের উপর বিশ্বাস যে আরবী বাক্যে প্রকাশ পায় তাকে বলা হয় কালেমা তাইয়েবা। আর আল্লাহ্র উপর বিশ্বাসের কথা এবং আল্লাহর কথা অন্যান্যকে বলা এবং ঘোষণা দেয়াকে বলা হয় কালেমা শাহাদত। সকল মুসলিম শিশুকে বাবা-মা সর্বপ্রথম যে আরবী বাক্যটি মুখস্ত করান তা হলো– 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)।'

এই বাক্যটিকে কালেমা তাইয়েবা অর্থাৎ পবিত্র বাক্য বলা হয়। এর অর্থ – 'আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকোনো শক্তির আমি আনুগত্য করি না, আল্লাহ্ ছাড়া কারও কাছে মাথা নত করি না।'

আল্লাহ্র প্রেরিত পয়গাম্বর হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)। তাঁর মাধ্যমে পাওয়া আল্লাহ্র হুকুমই আমি মানি। এই হুকুমের বিরোধী এবং অসংগতিপূর্ণ কোনো হুকুম এবং আইন আমি মানি না এবং মানতে পারি না। আমরা একমাত্র আল্লাহ্রই চাকরী করি এবং আমাদের

www.pathagar.com

রুজি-রোজগার, হায়াত-মউত, উন্নতি-প্রগতি, কামিয়াবী-তরক্কীর জন্য তাঁর কাছেই সাহায্য চাই এবং তাঁর উপর নির্ভর করি। এই বিপ্লবী ঘোষণাই হলো কালেমা তাইয়েবা।

এ বিপ্লবী ঘোষণার ফলে সকল কায়েমী স্বার্থবাদীরা এক হয়ে আমাদের রাসূলের মাথায় আঘাত হানতে এবং এ বিপ্লবের বাণী চিরতরে স্তব্ধ করে দিতে সর্বশক্তি নিয়ে এগিয়ে এসেছিল।

কালেমা শাহাদত

'আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ও রাসূলুহু' — এই আরবী বাক্যটিকে বলা হয় কলেমা শাহাদত। এর অর্থ হলো ॥ 'অ ঘোষণা করি যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকোনো ইলাহ বা মাবুদ নাই। তিনি একক। তাঁর কোনো শরীক বা দ্বিতীয় নাই। আমি আরও সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্র বান্দাহ এবং রাসূল (সাঃ)।'

www.pathagar.com

কালেমা তাইয়েবা এবং কালেমা শাহাদতের অর্থ প্রায় একই। তবে আমার উপর কালেমা তাইয়েবার হক আদায় হবে, যদি আমি নিজে আল্লাহ্কে ইলাহ এবং মুহাম্মদ (সাঃ)-কে রাসূল হিসাবে মানি। কিন্তু নিজে স্বীকার করলে এবং মানলেই চলবে না। কলেমা শাহাদতের নির্দেশ হলো, আমার এ বিশ্বাসের সরব স্বীকৃতি দিতে হবে, ঘোষণা করতে হবে, অন্যকে জানাতে হবে যে, আমি বিশ্বাস করি। শুধু জানানো নয়, এই বিশ্বাসের প্রতি অন্যকে আহ্বান করতে হবে। তা না করে শুধু কালেমা শাহাদত পড়লেই কর্তব্য শেষ হবে না। কালেমার হক আদায় হবে না।

ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের সৌজন্যে

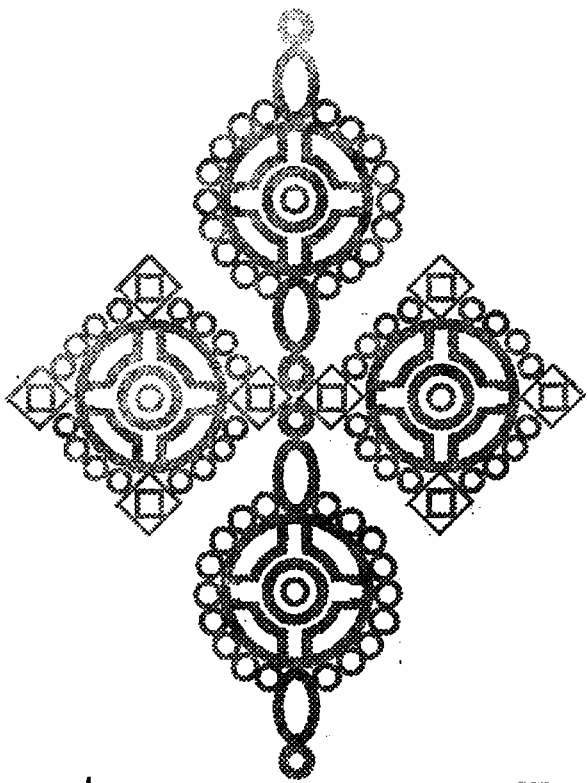

www.pathagar.com

ইবাদত

শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস করলে এবং অন্যকে তা বিশ্বাস করার জন্য আহ্বান জানালেই আমাদের কর্তব্য আদায় হয় না। আমাদেরকে এই বিশ্বাস অনুসারে কিছু আমল বা কাজ করতে হবে। এই কাজকে বলা হয় ইবাদত।

কালেমার মাধ্যমে আমরা স্বীকার করি যে, আমাদের প্রভু বা ইলাহ একমাত্র আল্লাহ্‌। আমরা একমাত্র তাঁর বন্দেগী বা ইবাদত করি। ইবাদত হলো আবদ বা বান্দাহ্‌ বা গোলামের কাজ। আমরা আল্লাহ্‌র গোলাম বা চাকর। আমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত বা গোলামী বা চাকরী করি। এ চাকরী শুধু মসজিদে নয়, সমাজের সর্বত্র। শুধু একদিন বা একমাস নয়, সারা জীবন ধরে এবং আমাদের প্রতিটি কাজে আল্লাহর গোলামী করতে হবে।

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌কে ইয়াদ করে কারো চিঠি লিখে দিলে, চিঠি পোষ্ট করে দিলে বা কারও বাজার করে দিলে তা-ও হবে ইবাদত। আল্লাহ্‌র খুশীর জন্য যে কাজই আমরা করবো, তা হবে ইবাদত। আল্লাহ্‌কে ইয়াদ করে যদি কেউ মিষ্টি বিতরণ করে, খেলাধুলা করে, ঘুমায়, গোছল করে, বন্ধুর সংগে মুসাফাহা করে, তাকে রঙিন পেন্সিল উপহার দেয়, কোনো লোকের সংগে হাসি মুখে কথা বলে তা-ও হবে ইবাদত। তবে মনে রাখতে হবে যে, সব কাজ করার সময় আল্লাহ্‌কে স্মরণ রাখতে হবে এবং তিনি অসন্তুষ্ট হন এমন কোনো কাজ করতে পারবো না। আল্লাহ সবচেয়ে বেশী বিরক্ত হবেন যদি আমরা অন্যের কোনো ক্ষতি করি।

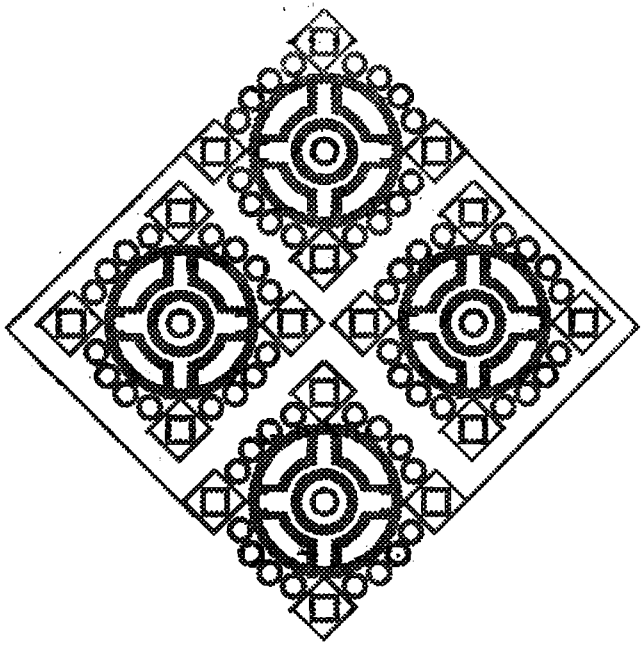

www.pathagar.com

নামায

আমরা যে আল্লাহ্‌কে ইলাহ বা প্রভু হিসাবে মানি এবং আমাদের প্রতি মুহূর্ত যে আল্লাহ্‌র চাকরী বা বন্দেগীতে কাটাতে স্বীকৃত হয়ে কালেমা পাঠ করেছি — এ কথাটাকে যেন আমরা ভুলে না যাই, সেজন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে নামাযের। নামাযে দাঁড়িয়ে আমরা আল্লাহ্‌র সাথে ওয়াদা করি যে, আমরা আল্লাহ্‌র বন্দেগী করবো, গোলাম হিসাবে থাকবো, তাঁরই ইবাদত করবো এবং অন্য কারও হুকুম মানবো না। নামায হলো এই ওয়াদা, প্রতিজ্ঞা বা শপথনামা।

আমরা যাতে আল্লাহ্‌র নির্দেশ এবং তাঁর বন্দেগী বা চাকরীর কথা ভুলে না যাই, তাই দিনে পাঁচ বার আল্লাহ্‌র সামনে দাঁড়াতে হয় এবং প্রত্যেকবার আল্লাহ্‌র বন্দেগীর অঙ্গীকার করতে হয়, শপথ নিতে হয়।

www.pathagar.com

নামাযের মধ্যে আমরা আল্লাহ্‌র কাছে অঙ্গীকার করি যে, এ দুনিয়াতে আর কারও চাকর হবো না, কারও মুখাপেক্ষী থাকবো না এবং একমাত্র তাঁর উপর নির্ভর করবো, তাঁরই সাহায্য চাইবো। তিনি যাদেরকে অনুগ্রহ করেছেন তাঁদের পথেই চলবো, ওদের পথে নয়, যারা হয়েছে পথভ্রষ্ট এবং অভিশপ্ত। আল্লাহ্‌র কথামত চলবো, অন্যকোন মানুষের বা জীবজন্তুর ক্ষতি করবো না, হক নষ্ট করবো না, কোন খারাপ কাজ করবো না।

দিনে পাঁচ বার আমাদেরকে এই শপথ নিতে হয়। এ শপথ নেয়ার পূর্বে আমাদেরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে হয়। গোছলের দরকার হলে গোছল করে নিতে হয়, অযু করে নিয়ে জায়নামাযে দাঁড়িয়ে এ শপথ নিতে হয়। শপথ নিয়ে সেই অনুসারে যদি কাজ না করি, ফাহেশা বা খারাপ কাজ হতে দূরে না থাকি তাহলে নামাযের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়।

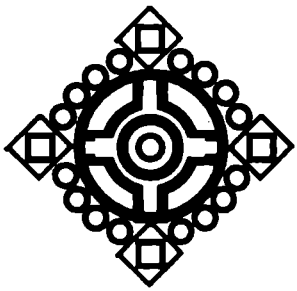

www.pathagar.com

নামাযের সময়

পাঁচ বেলা নামাযের সময় এমনভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে॥ যা স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই উপকারী। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মধ্যে দু'ওয়াক্ত দিবাভাগে এবং তিন ওয়াক্ত সূর্যাস্তের পর হতে সূর্যোদয়ের পূর্বে অর্থাৎ রাত্রে।

ফজর ঃ

সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজর নামায পড়তে হয়। নামাযের আগে হাত-পা ও মুখ ধুইতে হয়। দাঁত মাজতে হয়; পায়খানা-পেশাবের দরকার হলে তা-ও সেরে নিতে হয়। অনেকে নামাযের আগে একটু ব্যায়াম করে গোছল সেরে নিয়ে নামায পড়েন। তাই খুব সকালবেলা উঠতে হয়।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠলে স্বাস্থ্য ভালো থাকে। কারণ এ সময় বায়ূ থাকে বিশুদ্ধ। সারাদিন যানবাহন চলাচল, মানুষের

www.pathagar.com

কাজকর্ম ও চলাফেরার ফলে ধূলাবালি আকাশে উড়ে বায়ূ দূষিত করে ফেলে। মানুষের চলাচল কমে গেলে ধূলাবালি নীচে পড়তে থাকে। কুয়াশার ফলে অনেক ধূলাবালি নীচে নেমে আসে। তাই সকালবেলার বায়ূ থাকে অত্যন্ত বিশুদ্ধ। অতি প্রত্যুষে দৌড়াদৌড়ি করে ব্যায়াম করে যতবেশী বিশুদ্ধ বায়ূ শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে শরীরের ভিতর নেয়া যায় ততই স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো।

নামাযের জন্য ঘুম থেকে উঠার ফলে নামায আদায় হয় এবং শরীরও সুস্থ থাকে। সকালবেলা নামাযশেষে আমরা সারাদিন কি কি কাজ করবো তার চিন্তা করতে হয় এবং মুনাজাত করে আল্লাহ্‌র সাহায্য চাইতে হয়। আর যে যে খারাপ কাজ করতে মন চায় কিন্তু বিবেক বাধা দেয়, এ সমস্ত কাজ না করার শপথ নিয়ে তা ঠিক রাখার জন্য আল্লাহ্‌র সাহায্য চাইতে হয়। সারাদিনের কাজের পরিকল্পনা সকালবেলায় ঠিক করে নিলে দিন ভালো যায়, খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকা যায়। ভালো কাজে আল্লাহ্‌র সাহায্য পাওয়া যায়।

সকালে সূর্য উঠার আগে দু'বার ভোর হয়েছে বলে মনে হয়। পয়লা রোশনী নিভে গেলে দ্বিতীয় রোশনী সূর্য উঠার সময়ের ঘোষণা করে। প্রথমবারের রোশনীকে 'সুবেহ কাজেব' বলে। এটা নামাযের ওয়াক্তের আগের সময়। যে সময় সাদা সুতা থেকে কালো সুতা চোখের নজর দিয়ে আলাদা করা যায়, তাকে 'সুবেহ সাদেক' বলে। সুবেহ সাদেক থেকে সূর্য উঠা পর্যন্ত ফজরের ওয়াক্ত থাকে। এ সময় দু'রাকাত সুন্নাত ও দু'রাকাত ফরজ নামায আদায় করতে হয়।

www.pathagar.com

যোহর ঃ

দুপুরবেলা মানুষের কাজ থাকে বেশী। অনেকে কাজের মধ্যে এমনভাবে ডুবে থাকে যে, খাওয়ার কথা পর্যন্ত ভুলে যায়। বহুলোক তিনটা-চারটার আগে খেতে পর্যন্ত সময় পায় না। কিন্তু এটা ঠিক নয়। সময়মত না খেলে আলসার হয় এবং শরীরের অবস্থা এমন হয় যে, রোগজীবাণু সহজেই শরীরকে দুর্বল করে ফেলে। দুপুর একটা হতে দু'টার মধ্যে যোহরের নামায পড়তে হয়। খুব বেশী কাজ থাকলে অথবা এলাকায় নামাযের আযান ও জামায়াত না হলে কোন কিছুর ছায়া দ্বিগুণ না হওয়া পর্যন্ত যোহরের নামায পড়া যায়।

যোহরের সময়টা এমন সময় করা হয়েছে যখন কাজকর্ম হতে অন্তত কিছু সময়ের জন্য ফারেগ হওয়া বা যত মূল্যবান বা দরকারী কাজই থাকুক না কেন তা কিছুক্ষণের জন্য স্বাস্থ্যের খাতিরে ছেড়ে দেয়া অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়ে। যারা একটা বেজে যাওয়ার সাথে সাথে কাজকর্ম ছেড়ে অযু করে নামায পড়ে কিছু খেয়ে নেয়, তাদের শরীর সাধারণত খারাপ হয় না।

ভরা দুপুরে নামাযের সময়টি অন্য কারণেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শয়তান এ সময় মানুষের মাথা গরম করে দেয় এবং তাকে পথভ্রষ্ট করতে চেষ্টা করে। মানুষ যে সমস্ত ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে, তার অধিকাংশই হয় দুপুর বারটার পর হতে। তাই এ সময়টাতে নামাযে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে ভুল সিদ্ধান্ত এবং অন্যেব ক্ষতি করা থেকে মানুষ কিছুটা বাঁচতে পারে।

www.pathagar.com

যোহরের নামাযের সময়টা আল্লাহ্ দিয়েছেন দিনের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ সময়ের শুরুতে। এ সময় হাত-পা ধুয়ে অযু করে ঘাড় মুছে চার রাকাত সুন্নাত, চার রাকাত ফরয ও দু'রাকাত সুন্নাত নামায আদায় করতে হয়। অন্য সময় হতে এ সময়টাতে অবশ্যপাঠ্য (ফরয) নামাযের রাকাত অপেক্ষাকৃত বেশী।

আসর ঃ

সারাদিনের মধ্যে মানুষ সাধারণত ভুল সিদ্ধান্ত নেয় দুপুরবেলা। তার নিজের বা অন্যের ক্ষতিকারক সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে বিকেলবেলা। এই সময় মানুষ খুব বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তাই আল্লাহ্ এই সময় ভালো কাজের ওয়াদা নেয়ার জন্য আর একটা বাধ্যতামূলকভাবে ছুটি দিয়ে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সিজদায় নত হওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ আসরের সময়ের কসম করে বলেছেন যে, অবশ্যই মানুষ সাংঘাতিক ক্ষতির মধ্যে আছে, তারা ব্যতীত যারা ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে।

আসরের সময় আযান হওয়ার সাথে সাথেই সকল কাজকর্ম ফেলে নামাযের জন্য বের হওয়া উচিত।

যোহরের নামায এবং দুপুরবেলা ভুঁড়িভোজন করে অলস ব্যক্তিরা সাধারণত শুয়ে পড়ে। দুপুরের খাওয়ার পর কিছুটা বিশ্রাম নেয়ার জন্য আমাদের নবী (সাঃ) বলেছেন। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়লে খাদ্য হজমে ব্যাঘাত ঘটে। অলস ব্যক্তিরা ভুঁড়িভোজন করে এতো বেশী নিদ্রা যায় যে, সময়ের খেয়াল রাখতে পারে না। আসরের সময়টা এমন সময় করা হয়েছে যাতে কেউ ঘুমাতে চাইলেও খেয়াল রাখতে হবে যে, আসরের বাধ্যতামূলক নামাযের জন্য উঠতে হবে। আসরের নামাযের সময়টা নির্ধারিত না থাকলে অলস লোকেরা সন্ধ্যা পর্যন্ত হয়তো ঘুমাতো।

আসরের সময় শুরু হয় কোনো বস্তুর ছায়া আড়াইগুণের বেশী লম্বা হলে। সূর্য ডোবার আগে পর্যন্ত আসরের সময় থাকে। আসরের সময় চার রাকাত সুন্নাত নামায এবং চার রাকাত ফরয নামায পড়তে হয়।

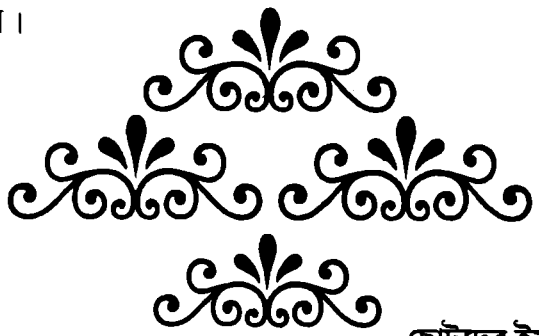

www.pathagar.com

মাগরিব ঃ

দিন ও রাতের সন্ধিক্ষণে রাখা হয়েছে মাগরিবের নামায। সূর্য ডোবার পর এবং আসমানের রং লালচে থাকতে থাকতে মাগরিবের নামায আদায় করতে হয়। মাগরিবের জন্য সময় সবচেয়ে কম পাওয়া যায়। তাই সূর্য ডোবার সাথে সাথেই মাগরিবের নামাযের জন্য দৌড়াতে হয়। এ সময় তিন রাকাত ফরয, দু'রাকাত সুন্নাত ও দু'রাকাত নফল আদায় করতে হয়।

সারাদিন আল্লাহ্ বান্দাহ্কে সন্দেহ এবং লজ্জাজনক কাজ হতে যে দূরে রেখেছেন তার শুকরিয়া প্রকাশ এবং দিনের বেলা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে কোনো অন্যায় করে থাকলেও আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য উত্তম সময় হলো দিনের শেরে মাগরিবের নামাযকালে।

আসরের নামাযের পর ছাত্রেরা খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করে। মাগরিবের সময় নির্ধারিত থাকার ফলে সময়মত খেলা শেষ করে মাগরিবের নামায আদায় করে পড়তে বসতে হয়। তা না

www.pathagar.com

হলে সন্ধ্যার পরও বহুক্ষণ অনেকে খেলায় মত্ত থেকে নিজের ক্ষতি করতো।

ফজর নামায যেমন সারাদিনের পরিকল্পনা ও কর্মসূচী তৈরী করার সময়, মাগরিবের নামাযটিও তেমনি। রাতে কি কি কাজ করবো তার একটি কর্মসূচী এ সময় করে নিতে হয়। ঘুমাবার আগে কি কি কাজ করতে হবে, তা-ও তখন ঠিক করে নিতে হয়। শেষরাতে কখন উঠতে হবে, তা ঠিক রাখতে হলে কখন খানা খেতে হবে, কখন ঘুমাতে হবে এসব তখনই ঠিক করে নিয়ে সেভাবে অগ্রসর হলে নিয়মানুবর্তিতা লংঘিত হয় না।

এশা ঃ

মাগরিবের নামাযের সময় শেষ হলে এশার নামাযের সময় শুরু হয় এবং দুপুর রাতের আগেই এশার নামায শেষ করতে হয়। এশার নামাযের সময়টি রাখা হয়েছে সারাদিনের আমলনামা পর্যালোচনা বা মূল্যায়নের জন্য। আমরা সারাদিন কি কাজ করলাম, কি করা উচিত ছিল কিন্তু করতে পারিনি, কি অন্যায় কাজ করেছি তার নিজস্ব হিসাব-নিকাশের সময় হলো এশার নামাযের পর।

এশার নামাযের পর বেশী সময় জেগে থাকা উচিত নয়। দশটার মধ্যে ঘুমিয়ে না পড়তে পারলে শেষরাতে পড়ার জন্য বা তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য উঠা সম্ভব নয়। শেষরাতের পড়া সবচেয়ে

www.pathagar.com

বেশী মনে থাকে। সে সময় প্রকৃতি থাকে নীরব। কোনো শব্দ মনোযোগ নষ্ট করে না। এই নীরবতার সময় ইবাদতেও মনোযোগ আসে। নয়টা হতে দশটার মধ্যে ঘুমাতে পারলে তিনটা হতে চারটার মধ্যে ঘুম থেকে উঠা সম্ভব হয়। সুবেহ সাদেকের বিশুদ্ধ বায়ূ পেতে হলে চারটার মধ্যে উঠতে হয়।

হালাকু, চেঙ্গিস, হিটলারও স্টার্লিনসহ দুনিয়ার ইতিহাসের সবগুলো খারাপ মানুষের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা দীর্ঘরাত পর্যন্ত জেগে থাকতো এবং দিন-রাতের মধ্যে যে সময়টা সবচেয়ে উত্তম অর্থাৎ সুবহে সাদেক-এর আগের সময়টা থেকে শুরু করে সকালবেলা তারা ঘুমিয়ে কাটাতো।

গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থেকে যে সমস্ত ষড়যন্ত্র এবং নষ্টামিমূলক সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, কিছুটা ঘুমিয়ে ব্রেনটাকে একটু বিশ্রাম ও শান্তি দিয়ে রাত তিনটায় জেগে উঠলে ঐ ধরনের ধ্বংসাত্মক সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব নয়। এশার নামাজের পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঘুমিয়ে পড়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জেগে উঠে তাহাজ্জুদ নামায পড়ে জরুরী কাজে লেগে যেতে পারলে জীবনে উন্নতির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

এশার সময় চার রাকাত সুন্নাত, চার রাকাত ফরয, দু'রাকাত সুন্নাত, তিন রাকাত বিতর এবং দু'রাকাত নফল নামায পড়তে হয়।

www.pathagar.com

জুম'আ ঃ

সপ্তাহে একদিন প্রতি শুক্রবার সকল মুসলমান জোহরের নামাযের পরিবর্তে জুমু'আর নামাযের সময় আনুষ্ঠানিকভাবে একত্রিত হয়ে সালাত আদায় করে থাকেন। দিনে পাঁচ ওয়াক্ত যারা জামায়াতে নামায পড়তে পারেন না, তারাও এ সময় জামায়াতে একত্রিত হন। কাজকর্ম বেশী থাকলে বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে একে অপরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা সম্ভব হয় না। জুমু'আর নামাযের সময়টাই সকলের সঙ্গে সাক্ষাতের সবচেয়ে ভালো সময়। প্রতিবেশীদের মধ্যে মিল-মহব্বত থাকা উচিত। তা না থাকলে পরস্পরের বিরুদ্ধে অনিষ্টের ভাব সৃষ্টি হতে পারে। দেখাশুনা না হলে পরস্পরের মধ্যে মিল-মহব্বত কিভাবে সৃষ্টি হবে ?

জুম'আর নামাযের সময় একটু আগে মসজিদে আসা উচিত এবং নামাযশেষে সোজাসুজি ঘরে চলে না গিয়ে কিছুক্ষণ মসজিদ ঘরে অপেক্ষা করে পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা এবং সালাম বিনিময় করা উচিত।

এলাকাবাসীর সামাজিক সমস্যা আলোচনা জুম'আর নামাযের আগে হতে পারে। ইমাম সাহেব খুতবা বা তার বক্তৃতার সময় স্থানীয়, জাতীয় এবং বিশ্বমুসলিমের সমস্যার প্রতি আলোকপাত করতে পারেন। ইমাম সাহেবের খুতবা বা বক্তৃতার সময় নামায পড়া জায়েজ নয়, তখন খুতবা শুনা ফরয।

www.pathagar.com

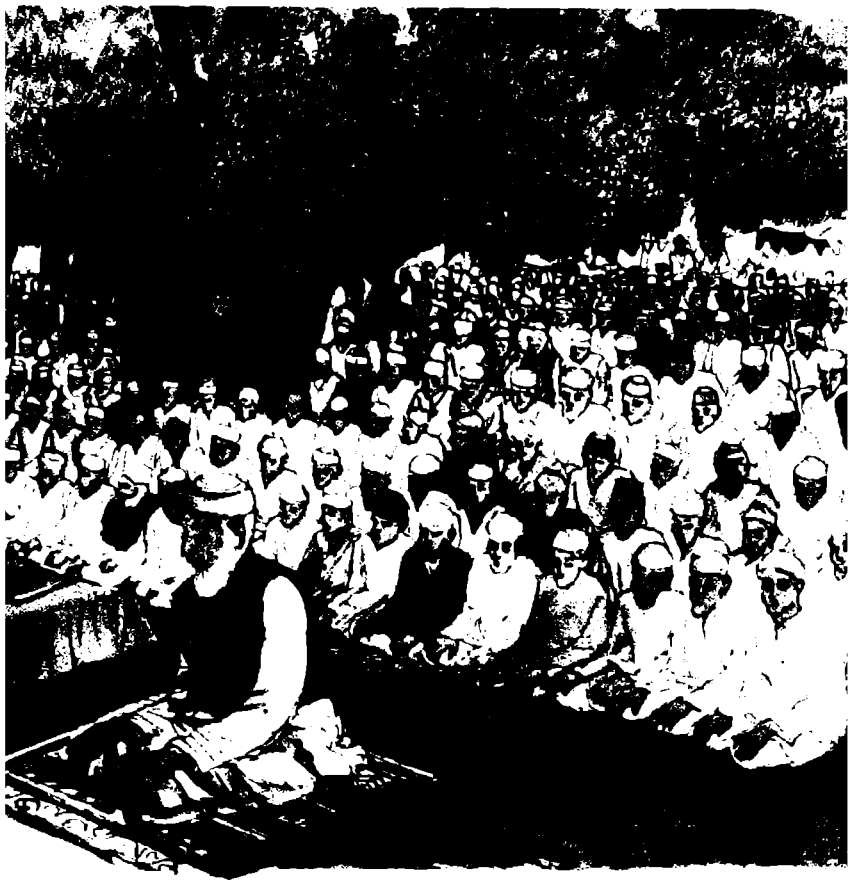

ঈদের নামায

বছরে দু'বার মুসলমানদের খুশীর ঈদ। মুসলমানদের ঈদ শুধু খানাপিনা, হাসি-আনন্দেরই উৎসব নয়। ঈদের সময় কৃতজ্ঞতায় আল্লাহ্‌র কাছে মাথা নত করে সিজদা দিতে হয়, নামায পড়তে হয়। রমযানের শেষে ঈদুল ফিতর এবং কুরবানীর সময় ঈদুল আজহার দু'রাকাত নামায খোলা ময়দানে বড় জামায়াতে আদায় করতে হয়। এই দু'ঈদের নামায ওয়াজিব।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ রাহমানুর রাহীম। আল্লাহ্ মানুষের আরামের জন্য দুনিয়াতে কত কিছু সৃষ্টি করেছেন। মানুষ অনেক কৃত্রিম জিনিস বানাতে পারে, কিন্তু দুনিয়ার সকল বৈজ্ঞানিক মিলেও আল্লাহ্র বিধানে গাছে ধরা একটি পেয়ারা বা স্বাভাবিক কমলা বানাতে পারবে না।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে রেলগাড়ী বা মোটরগাড়ী, প্লেন, রকেট তৈরি করতে মানুষ শিখেছে। কিন্তু বিশ্বের সকল বৈজ্ঞানিক মিলে একটি হরিণ বা ঘোড়া দূরের কথা, একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পিপীলিকার পা বা মশার পাখাও সৃষ্টি করতে পারবে না।

আল্লাহ্ মানুষের ভোগের জন্য দুনিয়ায় কত নিয়ামত সৃষ্টি করেছেন। এজন্য আল্লাহ্র কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা এবং শুকরিয়া প্রকাশ করা উচিত। আল্লাহ্র কাছে শুকরিয়া প্রকাশের শ্রেষ্ঠতম পদ্ধতি হলো সিজদা এবং নামায। মানুষের সিজদায় আল্লাহ্ সবচেয়ে খুশী হন। তাই সকল মানুষেরই উচিত আল্লাহ্র কাছে কৃতজ্ঞতায় মাথা নত করা এবং নামায পড়া।

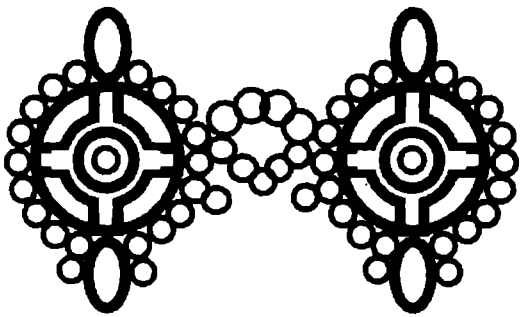

www.pathagar.com

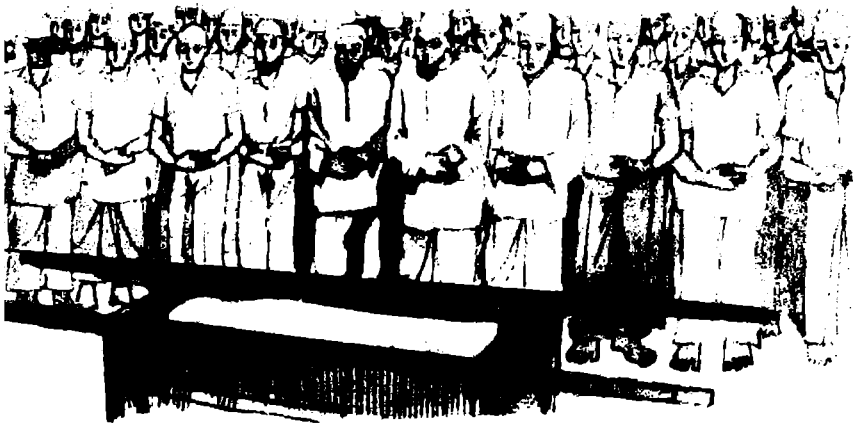

জানাযার নামায

মুর্দার রুহের মাগফিরাতের জন্য লাশ দাফন করার আগে যে নামায পড়া হয় তাকে জানাযা বলা হয়। মুর্দাকে গোসল করিয়ে কাফন পরিয়ে দাফন করতে হয়। জানাযার নামায পড়া ফরযে কেফায়া।

যে ফরয কাজ সমাজের কয়েকজনে আদায় করলেই বাকি সবাই দায়িত্ব হতে অব্যাহতি পায়, অথচ আদায় না করা পর্যন্ত সমাজের সকলের উপর আদায় করা ফরয থাকে, সেরূপ ফরয কাজকে ফরযে কেফায়া বলা হয়।

মুর্দাকে প্রথমে গোসল করাতে হয়। অতঃপর গায়ে খুশবো মেখে কাফন পরাতে হয়। লাশকে উত্তরে-দক্ষিণে শুইয়ে তাকে সামনে রেখে কা'বা শরীফের দিকে মুখ করে জানাযার নামায আদায় করা হয়। নামায শেষে খাটিয়ায় শুইয়ে খাটিয়ার চার কোণা চারজন কাঁধে নিয়ে কবরখানায় নিয়ে যেতে হয়। মুর্দার

www.pathagar.com

সাথে যারা যায়, তারা কালেমা শাহাদত পড়তে পড়তে যায়। লাশ শুইয়ে কবরের উপরে মাটি দেয়া হয়।

জানাযার নামায সাধারণ নামায হতে একটু আলাদা। জানাযার নামায দাঁড়িয়ে আদায় করা হয়। রুকু ও সিজদা করতে হয় না। মুর্দাকে গোসল করানো হতে শুরু করে কবরে নামানো ও মাটি দেয়া শেষ করা পর্যন্ত বিভিন্ন দোয়া পাঠ করতে হয়।

জানাযার নামায চার তাকবিরে হয়। প্রথমে নিয়ত করে তাকবির বলে তাহরিমা বাঁধতে হয়। এরপর দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ তাকবির বলে সালাম ফিরাতে হয়। প্রত্যেক তাকবিরের আগে দোয়া-দরূদ পড়তে হয়।

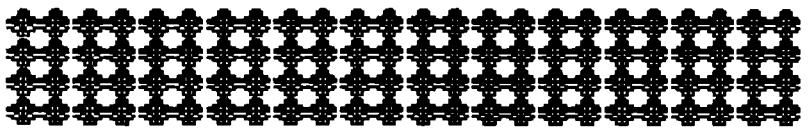

আকিকা

সন্তান জন্মের পর তার নামকরণ করে তার নামে সন্তানের মঙ্গল কামনায় ছাগল, ভেড়া বা গরু জবেহ করাকে আকিকা বলে। আকিকা দেয়া সুন্নাত।

সন্তান জন্মাবার ৭, ১৪ বা ১৭ দিনের দিন তার সুন্দর একটি নাম রেখে আকিকা করা ভালো। ছেলে হলে দু'টি আর মেয়ে হলে একটি ছাগল বা ভেড়া জবেহ করতে হয়। কুরবানীর পশুর মতো আকিকার পশুও নিখুঁত এবং কমপক্ষে এক বছর বয়সের (ছাগল-ভেড়া) হওয়া দরকার। দরিদ্র ও আর্থিক দিক থেকে অসমর্থ লোকদের জন্য আকিকার দরকার নেই।

www.pathagar.com

রোযা

রোযা (সিয়াম) অন্য ধর্মের উপবাসের মতো নয়। উপবাসে পানি পান করা যায়, রোযায় কিছুই পানাহার করা যায় না। ভোর রাত থেকে সূর্য ডোবার সময় পর্যন্ত পানাহার বর্জন করাকে রোজা বা সিয়াম বলে।

রোযার উদ্দেশ্য আত্মসংযমের অভ্যাস করা। মানুষের যতগুলো প্রয়োজন আছে, তার মধ্যে বড় প্রয়োজন হলো খাওয়ার প্রয়োজন। অসৎ মানুষ নিজের প্রয়োজনে অন্যকে ঠকায়, কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে পরের ধন অপহরণ করে, ঘুষ খায়, চুরি করে, ডাকাতি করে। এ সবই করে নিজের আরামের জন্য বা প্রয়োজন মিটাবার জন্য। রোযার সময় আমরা দেখি যে, মানুষের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন যে খাবারের, তা একদম গ্রহণ না করেও

www.pathagar.com

মানুষের একদিন চলে যায়। তবে কেন অযথা অসৎ জীবন যাপনের চেষ্টা ?

আত্মসংযমের অভ্যাস করে মানুষ নিজের প্রয়োজন আয়ের স্তরে নিয়ে আসতে পারে। না হলো সুন্দর পোশাক, না হলো দামী খাবার, বিরাট বাড়ী; এগুলো না হলে তো মানুষের জীবন নষ্ট হয় না। তবে কেন অন্যকে হয়রানি করে অসৎ পথে অযথা জীবন যাপন ? আত্মসংযমের চিন্তা করে সৎজীবন যাপনের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি না করলে, রোযার মধ্যে শুধু দিনের বেলা না খেয়ে থাকলে রোযা সার্থক হয় না। রোযা মানুষকে সৎ ও হামদর্দী করে তুলবে।

পহেলা রমযান থেকে রমযান মাসের শেষদিন পর্যন্ত একটানা এক মাস রোযা রাখতে হয়।

রমযানের শেষে আসে ঈদুল ফিতর। রমযান মাস শেষ হলে শাওয়াল মাসের পহেলা তারিখে ঈদুল ফিতর। সেদিন ঈদের নামায আদায় করতে হয়। ঈদের জামায়াতের আগে ফিতরা দিতে হয়। গরীব-মিসকিনদের মধ্যে ১ সের ১৪ ছটাক গম বা খেজুর বা তার দাম দেয়াকে ফিতরা দেয়া বলে। সকলে একদিন ভালো খানাপিনার মধ্যে খোশহালে দিন কাটায়।

ঈদের ময়দানে জামায়াতে দু'রাকাত নামায আদায় করা হয়। নামাযশেষে কোলাকুলি করে সকলে দুশমনি ভুলে যায়। পোলাও, কোর্মা, কালিয়া, সেমাই, ফিরনি,আতর, খোশবু ইত্যাদির মাধ্যমে খুশীর সয়লাব হয়ে যায়।

www.pathagar.com

যাকাত

আমরা বলি, সকল মানুষ এবং সকল মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই। একজন আর একজনকে মুখে ভাই বলে ডাকলে ভাই হয় না। ভাইকে যেরূপ নিজের খাবার, সম্পত্তি, টাকা-পয়সার অংশ দেয়া হয়, অপর মানুষ বা মুসলমান ভাইকেও নিজের টাকা-পয়সা ও সম্পত্তি হতে কিছু অংশ দিতে হয়।

অভাবী ভাইকে টাকা-পয়সা, সহায়-সম্পত্তি হতে কিছু অংশ দিয়ে পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব এবং হামদর্দী সৃষ্টি করার জন্য আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন যাকাত দানের। এটা অপেক্ষাকৃত ভালো অবস্থাপন্ন ভাইয়ের অংশে দরিদ্র বিত্তহীন ভাইয়ের প্রাপ্য হিস্যা।

কি পরিমাণ অর্থ অভাবী ভাইয়ের জন্য দিতে হবে — এ সম্পর্কে আল্লাহ আল-কুরআনে বলেছেন — 'আল আফওয়া' অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত সবই। তবে সর্বনিম্ন দেয় পরিমাণ নির্ধারিত করা হয়েছে সঞ্চিত অর্থ, সোনা, চাঁদি, গরু-বাছুর

www.pathagar.com

ইত্যাদির চল্লিশ ভাগের এক ভাগ। জমির উৎপাদনের বিশ ভাগের এক ভাগ হতে দশ ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত যাকাত দিতে হয়। ঠিকমতো যাকাত আদায় করলে দেশে গরীব লোক থাকবে না। হযরত উমর বিন আবদুল আজীজ-এর সময় সারা মুসলিম জাহানে যাকাত নেয়ার মতো লোক তালাশ করে পাওয়া যেত না।

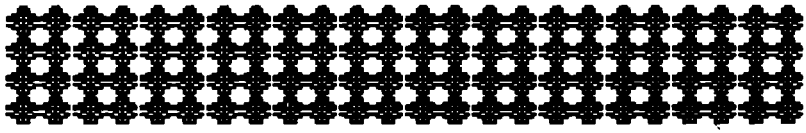

হজ্ব ও কুরবানী

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ছিলেন আল্লাহ্‌র বান্দাহ্ ও নবী। তিনি আল্লাহ্‌কে এত অধিক ভালোবাসতেন যে, তিনি শুধু আল্লাহ্‌র বান্দাহ্ রইলেন না, তিনি উন্নীত হলেন আল্লাহ্‌র 'খলীল' অর্থাৎ বন্ধুর স্তরে। আমরাও আল্লাহ্‌কে ভালোবেসে আল্লাহ্‌র বন্ধুর স্তরে উঠতে পারি।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ্‌কে কতটুকু ভালোবাসেন আল্লাহ্ তা পরীক্ষা করে দেখতে চাইলেন।

ইব্রাহীম (আঃ)-এর পুত্র ইসমাইল (আঃ) যখন নবজাত শিশু, তখন আল্লাহ্ তাঁকে হুকুম দিলেন স্ত্রী হাজেরাকে একটা নির্জন পাহাড়ে ফেলে আসতে।

অসুস্থ স্ত্রী ও শিশুপুত্রকে নির্জন স্থানে ফেলে আসতে কি কারও মন চায়? ইব্রাহীম (আঃ)-এর মন কেঁদে উঠলো, চোখ অশ্রুতে ভরে গেল।

বিবি হাজেরা তাঁকে বললেন, আল্লাহ্‌র হুকুম পালন করুন।

www.pathagar.com

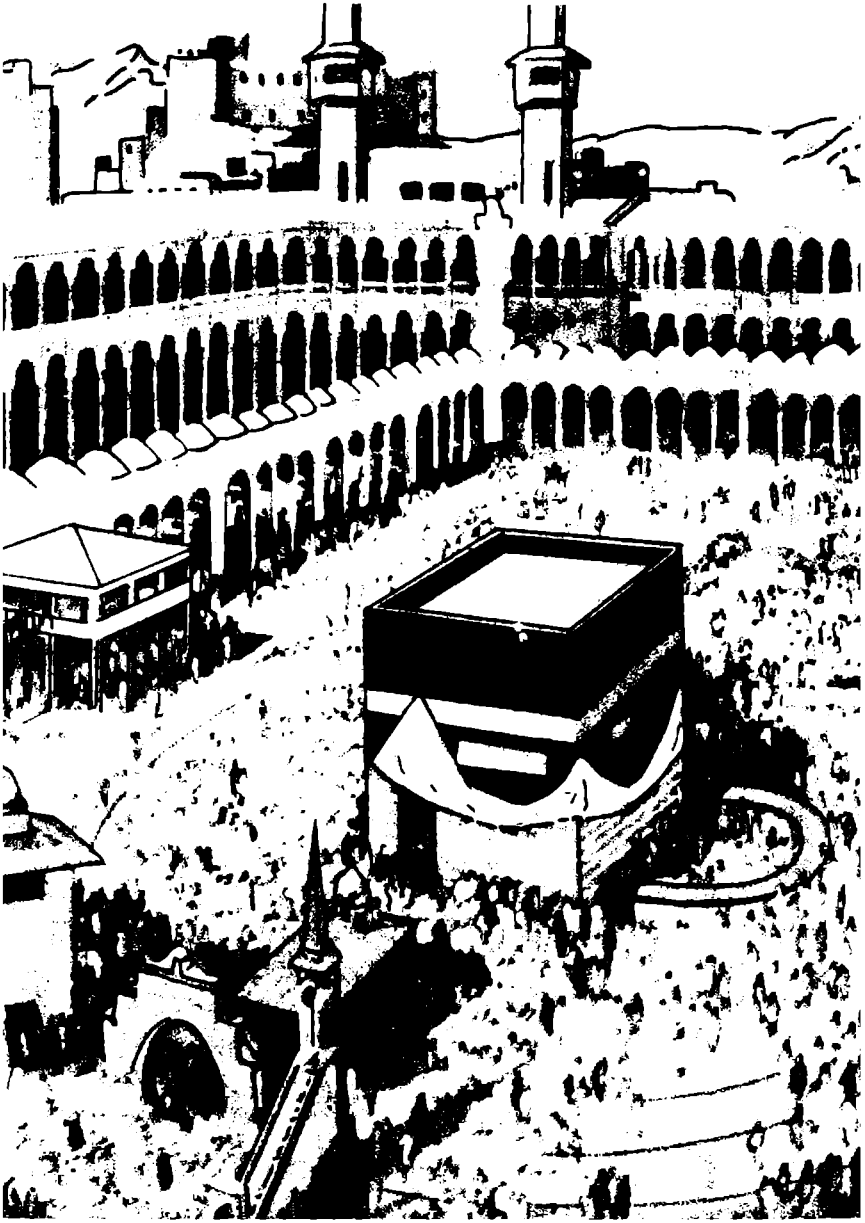

পবিত্র কাবা শরীফ ও তাওয়াফের দৃশ্য

www.pathagar.com

চরম ব্যথা-ভারাক্রান্ত মনে ইব্রাহীম (আঃ) তাই করলেন। তিনি শিশুপুত্র এবং অসুস্থ স্ত্রী হাজেরাকে আরবের সাফা এবং মারওয়া পাহাড়ের নিকট ফেলে এলেন।

স্বামী তাঁকে নির্জন স্থানে ফেলে যাওয়ার পর বিবি হাজেরা দেখলেন যে, মরুভূমিতে কোনো পানি নেই। তিনি তখন একবার সাফা পাহাড় আর একবার মারওয়া পাহাড়ের উপর উঠে কাছে-ধারে কোথাও কোনো পানি পাওয়া যায় কিনা খুঁজে দেখলেন। দু'টি পাহাড়ের মধ্যে অসুস্থ হাজেরা সাতবার দৌড়ে পানি খোঁজ করেন।

পানি না পেয়ে দৌড়ে নবজাত পুত্রের কাছে ফিরে আসেন। এসে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। কোথায় তিনি পানির জন্য দৌড়াদৌড়ি করছেন অথচ তার ছোট ছেলের পায়ের লাথি যেখানে পড়ছিল সেখান হতে আল্লাহ্‌র হুকুমে পানি বের হচ্ছে। এ কূপের নাম দিলেন 'জম্ জম্' কূপ। এ কূপের পানি বড়ই বরকতময়।

হাজী সাহেবগণ মক্কা হতে জম্ জম্-এর পানি নিয়ে আসেন। সাফা-মারওয়া পাহাড়ে বিবি হাজেরার দৌড়াদৌড়িকে স্মরণ করে হাজীগণও হজ্বের সময় দুই পাহাড়ে দৌড়াদৌড়ি করেন।

বিবি হাজেরা নির্জন স্থানে নির্বাসনের কিছুকাল পর আল্লাহ্ ইব্রাহীম (আঃ)-কে বললেন বৌ-ছেলেকে বাড়ী নিয়ে আসতে। আল্লাহ্‌র দেয়া পরীক্ষায় ইব্রাহীম (আঃ) পাশ করলেন।

আবার আল্লাহ্ ইব্রাহীম (আঃ)-কে নতুন পরীক্ষায় ফেললেন। তিনি ইব্রাহীম (আঃ)-কে বললেন, কুরবানী করো।

ইব্রাহীম (আঃ) জানতে চাইলেন, কি কুরবানী করবেন।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ বললেন, এমন জিনিস — যা তুমি জীবনে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসো।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আঃ)-কেই দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসতেন।

নবী ইব্রাহীম (আঃ)-এর বুক কেঁপে উঠলো। এতো আদরের ধন প্রিয় পুত্রকে কিভাবে নিজ হাতে কুরবানী করবেন!

পিতার মুখ মলিন দেখে ইসমাঈল (আঃ) কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। ব্যাপারটা শুনে হাসিমুখে বললেন, যদি আল্লাহ্ তাই বলে থাকেন, তবে অবশ্যই কুরবানী হতে হবে। আল্লাহ্র হুকুম তো মানতেই হবে।

আল্লাহ্র হুকুম তামিলের জন্য বালক ইসমাঈল কুরবানী হতে পর্যন্ত সদা প্রস্তুত ছিলেন।

ইসমাঈল (আঃ)-কে কুরবানী করার জন্য হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁকে মিনায় নিয়ে গেলেন।

পথে শয়তান মানুষের রূপ ধরে এসে এতো আদরের ছেলেকে কুরবানী না করার জন্য ওয়াসওয়াসা বা কুপরামর্শ দিতে লাগলো।

শয়তানকে তাড়ানোর জন্য ইব্রাহীম (আঃ) তিন জায়গায় কংকর (পাথর) নিক্ষেপ করেন।

হজ্বের সময় হাজীগণ উক্ত ঘটনা স্মরণ করে সেই তিন স্থানে কংকর নিক্ষেপ করেন।

ছেলের গলায় ছুরি তোলার সময় ইসমাঈল (আঃ) দেখলেন যে, তার পিতার হাত কাঁপছে। অশ্রুতে চোখ ঝাপসা হয়ে গেছে।

www.pathagar.com

ইসমাঈল (আঃ) বললেন — 'আব্বা, তোমার যে হাত কাঁপছে, তুমি কাঁদছো। ছুরিটা যে প্রায় তোমার হাত থেকে পড়ে গেল। মনে হয় তুমি দেখে দেখে আমার গলায় ছুরি চালাতে পারবে না। রুমাল দিয়ে আগে তোমার চোখ দু'টো বেঁধে নাও, যাতে আমার মুখ না দেখতে পাও। তারপর ছুরি চালাও।'

ইব্রাহীম(আঃ) তাই করলেন এবং পুত্রের গলায় ছুরি চালালেন।

আল্লাহ্‌র কি শান! চোখ খুলে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) দেখেন যে, জিব্রাইল (আঃ) দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর পাশে দাঁড়ানো ইসমাঈল। তার মুখে তৃপ্তির হাসি। আর সম্মুখে পড়ে আছে জবাই করা একটি দুম্বা।

আসল ব্যাপারটা হলো, চোখ বন্ধ করার পরই জিব্রাইল (আঃ) ইসমাঈল (আঃ)-কে সরিয়ে সেখানে একটা দুম্বা শোয়াইয়ে দিলেন।

ইসমাঈল (আঃ) জবাই হোক এটা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছিল না। তিনি পরীক্ষা করে দেখলেন যে, আল্লাহ্‌র ভালোবাসায় হযরত ইব্রাহীম (আঃ) প্রাণের চেয়ে প্রিয় পুত্রকে কুরবানী করতে পারেন কি-না। ইব্রাহীম (আঃ) এ পরীক্ষায়ও পাশ করলেন।

অতঃপর আল্লাহ্‌ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে বললেন নামায পড়ার জন্য একটা ঘর বানাতে। পিতা ইব্রাহীম ও বালকপুত্র ইসমাঈল দু'জনে মিলে একটি ঘর বানালেন।

আল্লাহ্‌ নির্দেশ দিলেন এ ঘরের চারদিকে আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করে তাওয়াফ করতে এবং নামায পড়তে। এই ঘরই হলো কা'বা ঘর।

www.pathagar.com

এ ঘরটি বানানো হয়েছিল ঐ জায়গায় যেখানে হযরত আদম (আঃ) দুনিয়ার সর্বপ্রথম একটি মসজিদ তৈরী করেছিলেন। আসলে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আদি পিতা হযরত আদম (আঃ) কর্তৃক নির্মিত মসজিদই পুনঃনির্মাণ করেন।

আরাফাত নামে একটি ময়দান আছে মিনার কাছে। আল্লাহর হুকুম অমান্য করার জন্য আল্লাহ আদম (আঃ)-কে বেহেশত হতে বের করে দুনিয়ায় ফেলে দিয়েছিলেন। আরাফাত ময়দানে বহু বছর চোখের পানি ফেলে কেঁদে কেঁদে শেষে তিনি মাফ পেয়েছিলেন।

ইব্রাহীম (আঃ), হাজেরা ও ইসমাঈল (আঃ)- এর স্মৃতিকে স্মরণ করে আমাদের রাসূল (সাঃ) সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝখানে দৌড়াতেন, মিনায় যেতেন, শয়তানকে কংকর নিক্ষেপ করতেন, আরাফাত কাঁদতেন, কা'বা শরীফের চারদিকে তাওয়াফ করতেন, নামায পড়তেন আর দীলে আল্লাহর ভালোবাসা বৃদ্ধি করতেন।

আল্লাহর রাস্তায় এবং আল্লাহর ভালোবাসার জন্য জীবনের সবকিছু কুরবান করার মতো মন সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে জ্বিলহজ্ব মাসের প্রথম তৃতীয়াংশে মক্কা গমন করে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত ইবাদত ॥ যা আমাদের রাসূল (সাঃ) অনুসরণ করে গেছেন তা পালন করার নামই হজ্ব।

যারা হজ্বে যায় না তারা ৯ই জিলহজ্ব সকালবেলা ছয় তাকবিরের সঙ্গে দু'রাকাত ঈদের নামায আদায় করে কুরবানী দেয়া শুরু করে। ঐ ঈদকে কুরবানীর ঈদ বা ইদুল আযহা বলে।

www.pathagar.com

মক্কা শরীফে যাওয়ার মতো আর্থিক সামর্থ্য থাকলে স্বাধীন সুস্থ মানুষের জন্য হজ্ব ফরয। হজ্বে যাওয়ার মানত করলে হজ্ব ওয়াজিব হয়। আল্লাহ্‌র রাস্তায় সবকিছু ত্যাগ করার মানসিকতা সৃষ্টির প্রতীক ও সাক্ষ্যস্বরূপ প্রত্যেক হাজীকে এবং যারা হজ্বে যেতে না পারে তাদেরকেও মালদার হলে কুরবানী দিতে হয়।

সর্বাধিক প্রতি সাতজনে একটি গরু বা উট এবং প্রতি একজনে একটি করে দুম্বা বা ছাগল কুরবানী দেয়া যায়। জিলহজ্ব মাসের দশ, এগার, বার তারিখে কোনো হালাল জন্তু কুরবানী দিতে হয়।

হজ্বে গিয়ে আল্লাহর রাস্তায় সর্বদা কুরবানী করার মতো মানসিকতা সৃষ্টি এবং আল্লাহর জন্য নিজের মনের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি করতে পারলে এবং নিজের পাপের জন্য দু'চোখ ভাসিয়ে কাঁদতে পারলে আল্লাহ জীবনের সব গুনাহ মাফ করে দেন।

জন্মের পর মানুষ যেমন নিষ্পাপ থাকে, হজ্ব করে কেঁদেকেটে আল্লাহর কাছ থেকে সব গুনাহ মাফ করিয়ে আসতে পারলে হাজীরাও হন তেমন নিষ্পাপ।

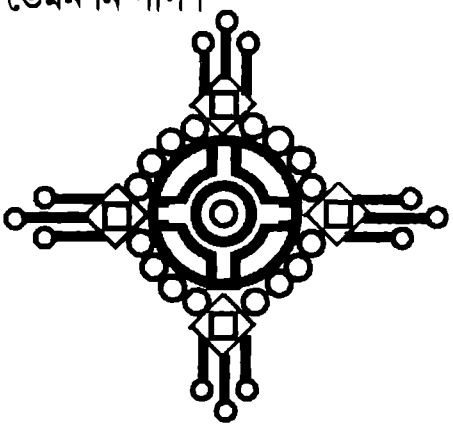

www.pathagar.com

ঈদ-ই মিলাদুন্নবী (আঃ)

আমরা অনেকে নিজের জন্মদিবস পালন করি। সেদিন আমাদের কত আনন্দ। দেশের বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিক এবং মহা পুরুষদের জন্মদিবস পালন করা হয়। রাসূল (সাঃ)-এর জন্মদিবস পালন উৎসবকে ঈদ-ই মিলাদুন্নবী বলা হয়। তিনি ৫৭০ খৃস্টাব্দের ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬৩ বছর বয়সে একই দিনে ইন্তিকাল করেন।

www.pathagar.com

আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন রাসূল (সাঃ)-কে নিজের বাবা-মা এবং ছেলে-মেয়ে হতে অধিক ভালোবাসতে। অন্তত ভালোবাসার চেষ্টা করতে। অন্য সাধারণ মানুষের জন্মবার্ষিকী হয় বছরে একবার বা একটি নির্দিষ্ট দিনে। যেহেতু মুসলমানগণ তাদের রাসূলকে অত্যন্ত বেশী ভালোবাসে, অন্তত ভালোবাসার চেষ্টা করে, তাই তারা বছরে বহুবার দুনিয়ায় রাসূলের আগমন স্মরণ করে তাদের মনে রাসূল (সাঃ)-এর ভালোবাসা দৃঢ় করার চেষ্টা করে।

মিলাদ মাহফিলে অনেকে একত্র হয়ে রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠায়। তিনি আমাদের জন্য যা করে গেছেন তা স্মরণ করে তাঁর জীবনাদর্শ এবং বাণী অনুসারে জীবন যাপনের শপথ নেয়। যেহেতু মিলাদ মাফফিলে নীতি, আদর্শ এবং চরিত্রই বেশী আলোচিত হয়, তাই মিলাদ মাহফিলকে অনেকে সিরাত মাহফিল বলে।

শব-ই মিরাজ

শব-ই মিরাজ এক মহা বরকতময় রাত। ২৭শে রজবের এ রাতে বোরাক নামক এক স্বর্গীয় বাহনে চলে আমাদের নবী করিম (সাঃ) মক্কা থেকে বায়তুল মুক্কাদ্দায় পর্যন্ত যান এবং সেখান হতে বিশ্ব জাহান সফরে বের হন। বেহেশত-দোজখের কিছু কিছু আলামত আল্লাহর মেহেরবানীতে তিনি সেখানে দেখেন।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান। তিনি প্রাকৃতিক নিয়ম সৃষ্টি করেছেন। নিয়মের পরিবর্তন করার শক্তিও তাঁর আছে। তিনি ইব্রাহীম (আঃ)-কে আগুনের মধ্যেও জীবিত রেখেছেন। ইউনুস (আঃ)-কে মাছের পেট থেকে রক্ষা করেছেন। ঈসা (আঃ)-কে পিতৃবিহীন জীবন দিয়েছেন। মূসা (আঃ)-এর আসাকে সাপে পরিণত করেছেন। সোলায়মান (আঃ)-কে পশুপাখীর ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন। আর আমাদের রাসূল(সাঃ)-কে আল্লাহর অতি নিকটে নিয়ে সঠিক দ্বীনি শিক্ষা দিয়েছেন এবং বেহেশত-দোজখের আলামত দেখিয়েছেন। এটা আমাদের রাসূলের মো'জেযা। এ রাতে মিলাদ পাঠ এবং জিকির-আজকার করা ও নামায পড়া অত্যন্ত উত্তম।

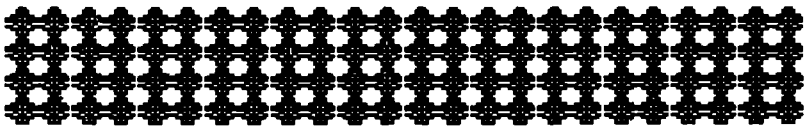

আখেরী চাহার শম্বা

রাসূল (সাঃ)-এর জীবনের শেষ বুধবারকে বলা হয় আখেরী চাহার শম্বা। দশম হিজরী সনের এই দিনে তিনি কিছুদিন রোগ ভোগের পর আরাম বোধ করেন, কিন্তু পরে আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং এরপর আর নামাযে ইমামতি করতে পারেননি। পরবর্তী সোমবার তিনি ইন্তেকাল করেন। এই বুধবার তাই মুসলমানদের কাছে দুঃখের, বিষাদ ও শোকের দিবস। এদিনে মুসলমানেরা নফল নামায এবং কুরআন তিলাওয়াত করে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে।

www.pathagar.com

শব-ই কদর

রোযার মাসের শেষ দশ দিনের যেকোনো এক বেজোড় রাতে আল্লাহ আল-কুরআন নাজিল করেন। আল-কুরআনে বলা হয়েছে যে, এ রাত হাজার মাস হতে উত্তম। তাই মুসলমানেরা সারারাত ভরে ইবাদত করে এবং নিজের গুনাহখাতার জন্য মাফ চায়। এ রাতে বেহেশত হতে জীব্রাইল (আঃ) ও অন্যান্য ফিরিস্তা নিকটতম আকাশে নেমে আসেন এবং যারা ইবাদত করেন, তাদের জন্য দু'য়া করেন। তাদের উপর শান্তি বর্ষণ করেন। সুবেহ সাদেক পর্যন্ত তাঁরা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ান এবং বন্দেগীরত মানুষের জন্য দুয়া করেন।

এ রাতে কুরআন তিলাওয়াত খুব বেশী ফযীলত। কারণ এটা আল্লাহর একমাত্র অবিকৃত কিতাব। দুনিয়াতে আর একটি দ্বিতীয় পুস্তক নেই — যার প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি শব্দ হাজার হাজার মানুষ হেফজ করে রাখে। এমন আর একটি কিতাব নেই— যা তিলাওয়াত করে কোটি কোটি লোক না বুঝেও পরম তৃপ্তি লাভ করে।

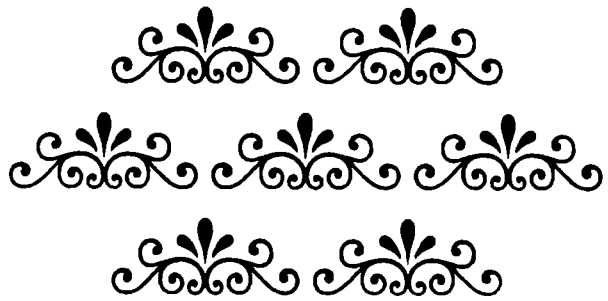

www.pathagar.com

জুমআ'তুল বিদা

রোযার মাস অত্যন্ত ফযীলতের মাস। বছরের মধ্যে সেরা মাস হলো রমযান। রোযার পুরা মাসটাই ইবাদতের মাস। যেকোনো মাসের ভালো দিন হলো শুক্রবার। রমযান মাসের শেষ জুম'আর দিনকে বলা হয় জুম'আতুল বিদা, অর্থাৎ বিদায়ী জুম'আ। এদিন সবচেয়ে বড় জামায়াতে নামায পড়তে হয়।

জামায়াতে নামায পড়ার ফায়দা এই যে, জামায়াতের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো ভালো লোক থাকতে পারেন। জামায়াত যত বড় হয়, এর সম্ভাবনা তত বেশী। যদি জামায়াতের কারও কারও নামায শুদ্ধ হয় এবং তাদের ইবাদত কবুল হয়, তবে তাদের উসিলায় সকলেরই ইবাদত কবুল হয়ে যাবে।

শব-ই বরাত

১৪ই শাবান দিবাগত রাতকে শব-ই বরাত বলা হয়। এই রাতটিকে মুবারক রাত বলা হয়। আল্লাহ জন্মের পূর্বে কার ভাগ্যে কি আছে তা নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।

তবে আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টির অতি এক বড় নিয়ামত স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন, যা গাছ-পালা বা অন্যান্য জীব-জানোয়ারকে দেননি। ওগুলো চলে প্রবৃত্তি দ্বারা, মানুষ পরিচালিত হয় বিবেক, মেধা, প্রজ্ঞা ও স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দ্বারা।

www.pathagar.com

আল্লাহ যেহেতু সর্বশক্তিমান, তাই মানুষের তকদিরও তিনি পরিবর্তন করে দিতে সক্ষম। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছানির্ভর কাজ, ইবাদত ও সাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহ তকদির এবং ভাগ্য বাড়িয়ে দেন এবং তা এ রাতে করেন।

তাই ভালো তকদির চাইলে খুব বেশী করে ইবাদত করতে হয়। এ রাতে ভালো খাবার নিজে খেলে এবং অন্যকে খাওয়ালে ভালো তকদির হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই উত্তম হালুয়া এবং অন্যান্য উত্তম খাবার তৈরি করে এ রাতে দরিদ্রদ্রের মধ্যে বিতরণ এবং প্রতিবেশীদের নিকট হাদিয়া পাঠান ভালো।

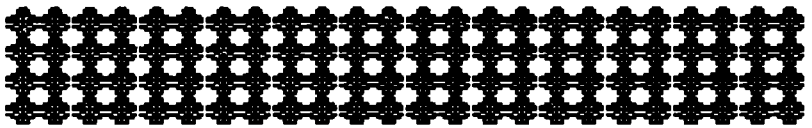

আশুরা

আমাদের রাসূল (সাঃ) ইন্তিকালের পূর্বে মুসলমানদের রাষ্ট্রনায়ক বা খলীফা কে হবেন তা নির্ধারিত করে যাননি। মুসলমানেরা সকলে মিলে হযরত আবুবকর (রাঃ)-কে খলীফা নির্বাচিত করেন। পরবর্তী সকল খলীফাই জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী মনোনীত এবং নির্বাচিত হন। হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর ইয়াজিদ অনেকটা গায়ের জোরে খলীফা হয়ে বসেন।

রাসূলে করিম (সাঃ)-এর নাতি; বিবি ফাতেমা এবং আলী (রাঃ)-এর ছেলে ইমাম হোসাইন (রাঃ) ইয়াজিদকে খলীফা হিসাবে মানতে রাজী হলেন না। কারণ এটা ছিল একটা নীতির প্রশ্ন।

www.pathagar.com

ইয়াজিদের লোকেরা ষড়যন্ত্র করে ইমাম হোসাইন (রাঃ)-কে কুফা যাওয়ার দাওয়াত দিয়ে মদীনা হতে বের করে এবং পথে কারবালার মরুপ্রান্তরে আটক করে খানাদানা এমনকি পানি সরবরাহ বন্ধ করে দেয়।

কুফাযাত্রী কাফেলায় ইমাম হোসাইন (রাঃ) এবং হাসান (রাঃ) পরিবারের প্রায় ৭০ জন লোক ছিলেন। আহার এবং পানি সরবরাহ বন্ধ করে তাদেরকে ভূখ-পিপাসায় দুর্বল করে আনুগত্য আদায় করা এবং তা সম্ভব না হলে হত্যা করাই ছিল দুশমনদের উদ্দেশ্য।

ইয়াজিদকে খলীফা হিসাবে মেনে নিলে নবী পরিবারের সদস্যরা বেঁচে যেতেন। কিন্তু নীতির প্রশ্নে একজনও আপোষ করলেন না।

হাজার হাজার ইয়াজিদ সমর্থক একযোগে আক্রমণ করে শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে নবী পরিবারের একমাত্র অসুস্থ বালক জয়নাল আবেদিন ছাড়া সকল পুরুষকে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে শহীদ করা হয়। মহররম মাসের দশম তারিখের এ করুণ ও লোমহর্ষক ঘটনার কথা স্মরণ করে মুসলিমগণ নামায পড়ে, রোযা রাখে, কান্নাকাটি করে এবং নীতির প্রশ্নে ধন-মাল এবং জীবনের বিনিময়ে হলেও আপোষ করবে না, এ শপথ নেয়। এছাড়া আরও অনেক বেশী এবং গুরুত্বপূর্ণ কারণেও মহররম মাসের দশম তারিখের ফযীলত আছে।

www.pathagar.com

ফাতেহা-ই ইয়াজ দাহম

নবী-রাসূলগণের পরে সাহাবীগণের স্থান এবং সাহাবীগণের পরেই আওলিয়াগণের স্থান। মুসলিম আওয়ালিয়াদের মধ্যে শ্রেষ্টতম ধরা হয় হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রঃ)-কে। সাহাবীগণের পরে যদি অলী-দরবেশগণের মধ্যে কেউ নবী হতেন, তবে মুসলিম আওলিয়াদের মধ্যেও অনেকের মতে হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রঃ) হয়তো নবী হতে পারতেন।

হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) সাধনাবলে বহু অলৌকিক শক্তির অধিকারী হন। জীবনে কোন মিথ্যা কথা তিনি বলেননি। চরম বিপদের মুখেও নয়। তাঁর অলৌকিক শক্তিকে তিনি দুঃস্থ এবং বিপন্ন মানবতার সেবায় নিয়োজিত করেছেন।

তিনি আল্লাহর ইবাদতে এতো বেশী মশগুল থাকতেন যে, ৫০ বছরের পূর্বে তিনি বিয়ে করার সময় পাননি। ১১ই রবিউস সানী তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যু দিবসকে ফাতেহা-ই-ইয়াজ দাহম বলা হয়। এ উপলক্ষে দিবাগত রাতে মিলাদ পড়া এবং মুসলমানেরা আল্লাহর ইবাদতে সমস্ত রাত কাটিয়ে দিতে চেষ্টা করে।

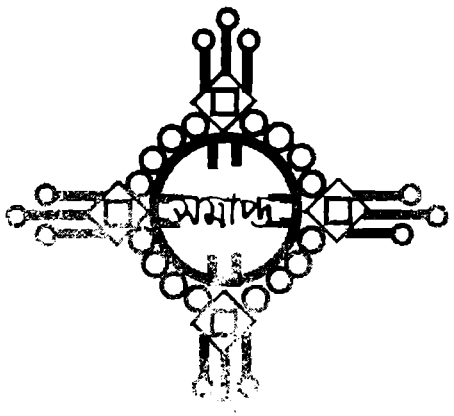

www.pathagar.com

ইসলাম ■ ঈমান
কলেমা তাইয়েবা ■ কলেমা শাহাদাত
ইবাদত ■ নামায
নামাযের সময় ■ ফজর
যোহর ■ আসর
মাগরিব ■ এশা
জুম'আ ■ ঈদের নামায
জানাযার নামায ■ আকিকা
রোযা ■ যাকাত
হজ্ব ও কুরবানী ■ ঈদ-ই মিলাদুন্নবী (ফাতেহা-
ফাতেহা-ই ইয়াজদাহম ■ ই-দোয়াজদাইম)
শব-ই মিরাজ ■ আখেরী চাহার শুম্বা
শই-ই ক্বদর ■ জুমআ'তুল বিদা
শব-ই বরাত ■ আশুরা

BPN : 119

ISBN 984-482-119 3

www.pathagar.com